৩. প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা : ক-বিভাগ — নবম ও দশম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বিষয় : *'আমি কেন বিজ্ঞান পড়তে চাই'*। ১০০০ শব্দের মধ্যে। খ-বিভাগ — একাদশ ও দ্বাদশ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বিষয় : *'বিজ্ঞানে ভারতের মেয়েরা'*। ১৫০০ শব্দের মধ্যে। গ-বিভাগ — সর্বসাধারণের জন্য। বিষয় : *'স্বাধীনতার সাত দশক ও ভারতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি'*। ২০০০ শব্দের মধ্যে। সাদা কাগজের এক পিঠে মার্জিন রেখে লিখে পাঠাতে হবে। প্রতি বিভাগে জেলা স্তরে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দুজনের লেখা পাঠাতে হবে।

৪. বিতর্ক প্রতিযোগিতা : নবম ও দশম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বিষয় : সভার মতে *'কল্প কাহিনি বিজ্ঞান মানসিকতার অন্তরায়'*। সময় ৪+১ মিনিট। জেলা স্তরে পক্ষে প্রথম দুজন ও বিপক্ষে প্রথম দুজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে পক্ষে প্রথম ও বিপক্ষে প্রথম অংশ নেবেন।

৫. বিজ্ঞানের খবর পাঠ প্রতিযোগিতা : সপ্তম ও অষ্টম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। খবর প্রতিযোগীদের সংগ্রহ করতে হবে। সময় ৪+১ মিনিট। পাঠের আগে প্রতিযোগীদের পঠিতব্য খবরের (তথ্যসূত্র সহ) তিনটি কপি বিচারকদের কাছে জমা দিতে হবে। জেলা স্তরে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দুজন অংশ নেবেন।

৬. পাওয়ার পয়েন্ট সহযোগে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা : একাদশ ও দ্বাদশ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বিষয় : *'ভারতের শক্তি সংকট এবং বিকল্পের সন্ধানে'*। সর্বাধিক ১৫টি স্লাইড ব্যবহার করে ১০মিনিট বলা যাবে। জেলা স্তরে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দুজন অংশ নেবেন।

৭. বিজ্ঞানের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা : ক-বিভাগ — সপ্তম ও অষ্টম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। খ-বিভাগ — নবম ও দশম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। দল হবে দুজনের। প্রতি বিভাগে জেলা স্তরে প্রথম তিনটি দল পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দল অংশ নেবেন।

৮. গণিত অভীক্ষা প্রতিযোগিতা : পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। জেলা স্তরে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দুজন অংশ নেবেন।

৯. আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা : সর্বসাধারণের জন্য। বিষয় : *'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'*। সাইজ — ১০ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি। জেলা স্তরে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দুজনের আলোকচিত্র পাঠাতে হবে।

১০. মডেল প্রতিযোগিতা : ক-বিভাগ — পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। খ-বিভাগ — সপ্তম ও অষ্টম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। গ-বিভাগ – নবম ও দশম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। দল হবে দুজনের। জেলা স্তরে এই প্রতিযোগিতা সংগঠিত হবে। প্রতি বিভাগে প্রথম তিনটি দল পুরস্কৃত হবেন।

জেলা থেকে রাজ্য কেন্দ্রে সফল প্রতিযোগীর নাম ও লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার *শেষ তারিখ ১৫ মার্চ, ২০১৭*। রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা ২ *এপ্রিল* ২০১৭ সকাল দশটা থেকে কলকাতায় (নির্দিষ্ট স্থান পরে জানানো হবে) অনুষ্ঠিত হবে।

* এছাড়াও শিক্ষা কনভেনশন, স্বাস্থ্য সম্মেলন, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে কর্মশালা, কৃষি কর্মশালা, মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা বিষয়ে কর্মসূচি, বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতামালা, পোস্টার প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হবে।

* প্রকাশিত হবে দেশের উন্নয়ন, বৈচিত্র, ঐতিহ্য, সমতা, একতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তিকা।

* বর্ষব্যাপী এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবে পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক জাঠা সংগঠনের মাধ্যমে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে সারা ভারত জনবিজ্ঞান কংগ্রেসে।

এই সমগ্র কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়ণের জন্য আমরা আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, প্রদীপ মহাপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলীপ্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত।

স্বাধীনতার সাত দশক

সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের আহ্বানে বর্ষব্যাপী সর্বভারতীয় কর্মসূচি

সবার দেশ আমাদের দেশ

বিজ্ঞান অভিযান ২০১৬-১৭

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ
১৬২-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন - ০৩৩ ২২৮৬৫৬৫৭, ফ্যাক্স - ২২২৭৫৩৯১
ই-মেল - pbvmancha@gmail.com
ওয়েবসাইট - www.pbvm.org.in

স্বাধীনতা লাভের পর আমরা সাতটি দশক পার করেছি। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আমরা স্বপ্ন দেখেছি এক নতুন ভারতের। প্রায় দুই শতাব্দীর ইংরেজ শাসনে আমাদের দেশ নানাভাবে শতজীর্ণ এক দেশে পরিণত হয়েছিল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যাঁরা দেশ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ন্যায়, স্বাধীনতা, সমানাধিকারের অঙ্গীকার মাথায় রেখে সংবিধান রচনা করেছেন। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের দেশ ভারত। এই বৈচিত্রকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেছেন সেই ভারত নির্মাণের স্থপতিরা। নানা ধর্ম, নানা বর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ের দেশ ভারত। স্বদেশ গঠনের কারিগরেরা সেকথা কখনও ভোলেননি। বিগত সাত দশকে আমরা যেমন কাঙ্ক্ষিত সকল স্বপ্ন সার্থক করতে পারিনি, আবার অনেক স্বপ্নকে আমরা সার্থকতার অবয়ব দান করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের খাদ্য, আমাদের পোষাক, আমাদের ঘরবাড়ি, আমাদের গান ও কবিতা, আমাদের অগণন সৃষ্টিসম্ভার তার অনন্ত বৈচিত্র নিয়ে এই মহান স্বদেশ গড়ে তুলেছে। যতই বিভিন্নতা থাকুক আমাদের, 'ভারতীয়' বলতে আমরা সকলেই গর্ব অনুভব করি। আমাদের সাধারণ মানুষের ঘাম, রক্ত ও শ্রমে এই দেশ গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার সাতটি দশক অতিক্রম করার পর, সত্যিই কি আমরা ন্যায়, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের অঙ্গীকার গ্রহণ করে এই দেশ গড়তে পেরেছি? গরিব মানুষ, সামাজিক ভাবে অবহেলিত মানুষ, আমাদের নারীসমাজ, আমাদের শ্রমিক ও কৃষক - সত্যিই কি এরা আইনের প্রত্যাশিত শাসন পাচ্ছেন? দেশের সম্পদ বহুজাতিকদের হাতে তুলে দেবার প্রতিযোগিতা চলছে। দেশে বাড়ছে কৃষকের আত্মহত্যা। খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সচেতন ঔদাসীন্যে বৈজ্ঞানিক গণবণ্টন ব্যবস্থা না থাকার কারণে আমাদের দেশে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে অপুষ্টিজনিত সমস্যা। ক্রমবর্ধমান নিরক্ষর ও কর্মহীন মানুষের সংখ্যা।

'উগ্র জাতীয়তাবোধ' চাই না আমরা। আমরা চাই আমাদের সেই স্বদেশপ্রেম যা দেশের অবহেলিত মানুষের পাশে জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের দাঁড়াতে শেখায়। আমাদের জল-জমি-জঙ্গল লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে শেখায়। আমরা যারা সাধ্যমত সহজ ভাষায় বিজ্ঞান প্রযুক্তির কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই, স্বদেশের বর্তমান আবহ বিদ্ধ করছে আমাদের। সারা দেশ জুড়ে আমরা নতুন এক ধ্বনির জন্ম দিতে চাই। স্বাধীনতার কালে যে স্বপ্ন জেগেছিল প্রতিটি ভারতীয়ের মনে, তাকে সার্থক করে তোলার অন্যতম দায়ভার আমাদের নিতেই হবে। আমাদের এই দেশ বিভেদকামীদের প্রশ্রয় দিতে শেখেনি কখনও। স্বাধীনতার সাত দশক পরে কেন আমরা সেই হুঙ্কার সহ্য করব? তাই ভারতের প্রতিটি রাজ্যের জনবিজ্ঞান সংগঠনের সঙ্গে দেশের বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন হিসেবে আমরাও সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের আহ্বানে সামিল হতে চাই। নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, প্রকাশনা, প্রতিযোগিতা ও সভা সমিতির মাধ্যমে বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে আমরা এই অসহায়তা থেকে উত্তরণের পথ গড়তে চাইছি। একান্ত নিবেদন আমাদের, আপনারা সবাই এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত হোন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। সময় আমাদের কাছে এমন দাবি জানাচ্ছে।

বিজ্ঞানপিপাসু মানুষেরা জানেন, যুক্তি, বিচার, পরীক্ষা, আলোচনা ও পরমতসহিষ্ণুতা বিজ্ঞান-সংস্কৃতির আধার। এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পৃথিবীতে শহীদ হয়েছেন অনেকেই। লাঞ্ছনার হাত থেকে রেহাই পাননি অনেকে। ভারতীয় হিসেবে আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তির জগতে গর্ব করার মত রয়েছে অনেক চরিত্র এবং ঐতিহ্য। অথচ আক্ষেপের বিষয়, বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাসের সঙ্গে কল্প-কাহিনি মিশ্রণের নিরত দুরভিসন্ধি চলছে। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সি ভি রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উত্তসূরি আমরা। তাঁদের ঐতিহ্য বহন করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সেই দায়িত্ব বহন করার অভিপ্রায়ে আমরা বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছি। ৭ নভেম্বর ২০১৬ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমনের জন্মদিনে এই কর্মসূচির সূচনা হবে। বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রতিযোগিতার বিবরণ দেওয়া হল।

কর্মসূচির বিষয় ও সময়সূচি

* **৭ নভেম্বর** সি. ভি. রমনের জন্মদিনে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান সংগঠন, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানকর্মীদের নিয়ে কলকাতায় মৌলালী যুব কেন্দ্রের সভাকক্ষে দুপুর ১টায় একটি কনভেনশন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা।

* **২৭ নভেম্বর,** বিজ্ঞান মঞ্চের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলায় জেলায় সাইকেল র‍্যালি সংগঠিত হবে।

* **২৯ নভেম্বর** সংগঠনের প্রতিটি স্তরে পতাকা উত্তোলন ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করা হবে।

* **৮ নভেম্বর** থেকে **৭ ডিসেম্বর** — জেলায় জেলায় কনভেনশন সংগঠিত হবে।

* **ডিসেম্বর - জানুয়ারি মাস** জুড়ে জেলায় জেলায় শিশু বিজ্ঞান উৎসব, বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী, আকাশ পর্যবেক্ষণ, বিজ্ঞান ক্যাম্প, হাতে-কলমে বিজ্ঞান, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সংগঠিত হবে।

* **জানুয়ারি ২২-২৫, ২০১৭** মালদায় — রাজ্য শিশু বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

* **নভেম্বর - মার্চ,** এই সময় ধরে সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি আমরা। প্রতিযোগিতাগুলি হ'ল —

১. বসে আঁকো প্রতিযোগিতা : ক-বিভাগ — চতুর্থ মান অবধি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বিষয় : *ভারত আমাদের দেশ*। খ-বিভাগ — পঞ্চম থেকে অষ্টম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বিষয় : *স্বাধীনতা*। ১/৪ আর্ট কাগজে আঁকতে হবে। যেকোন রং ব্যবহার করা যাবে। সময় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। প্রতি বিভাগে জেলা স্তরে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দুজনের আঁকা পাঠাতে হবে।

২. স্লোগান সহ পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা : সর্বসাধারণের জন্য। বিষয় : *স্বাধীনতার ৭০ বছর*। আর্ট কাগজে আঁকতে হবে। যেকোন রং ব্যবহার করা যাবে। সময় ২ ঘণ্টা। জেলা স্তরে প্রথম তিনজন পুরস্কৃত হবেন। রাজ্যস্তরে প্রথম দুজনের পোস্টার পাঠাতে হবে।